ইত্তেফাক

তারিখ 21.1.83
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

012

বিনামূল্যে বিতরণের বই স্কুলে পৌঁছিলেও—

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিনামূল্যে বিতরণের ছাপমারা টেক্সট বুক বোর্ডের বই স্কুলগুলিতে না পৌঁছিলেও অজানা পথ ঘুরিয়া বই-এর দোকানে হাজির হইতে শুরু করিয়াছে।

৮৩ সালের শিক্ষা বৎসরের প্রথম মাস গত হইতে চলিলেও সারা দেশের প্রথম, দ্বিতীয় ও নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনও কোন পাঠ্য বই পৌঁছায় নাই। কবে নাগাদ এই সব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই দেওয়া সম্ভব হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। নবম শ্রেণীর কোন বই এখনো ছাপা শুরু হয় নাই। ১৫ই জানুয়ারী হইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং তৃতীয় শ্রেণীর অর্ধেক ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলেও গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়া জানা যায়, সেখানে এখনও কোন পাঠ্য বই আসিয়া পৌঁছে নাই।

৮৩ সালে নবম শ্রেণীর সকল বই-ই বিপুলায়তনের হইবে। ফলে এইগুলির মূল্যও দাঁড়াইবে অনেক। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারী প্রকাশকের মাধ্যমে এই সকল পুস্তক

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিনামূল্যে বই

(১ম পৃঃ পর)

প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

নবম শ্রেণীর দুইটি পুস্তক প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন প্রকাশক জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ছাপা শুরু হইলেও নবম শ্রেণীর সকল বই ছাপা ও বাঁধাই হইতে হইতে ফেব্রুয়ারী পার হইয়া যাইবে। দেশের বিভিন্ন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এই বই পৌঁছাইতে লাগিয়া যাইবে আরও কয়েক সপ্তাহ। উল্লেখিত প্রকাশকের মতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং টেক্সট বুক বোর্ডের মধ্যে যোগাযোগ ও সমঝোতার অভাবেই বইগুলি ছাপা শুরু করা যাইতেছে না। তাহারা এখনো বই ছাপার 'প্রিন্ট অর্ডার' এবং কাগজ পায় নাই। সমিতির মাধ্যমে প্রকাশকদের হাতে এগুলি পৌঁছানোর কথা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলেও পরে চয়নিকা বইটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন এই বইটি কেবল বাজারে পাওয়া যায়, এই দুই ক্লাসের অন্য কোন বই বাজারে নাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিনামূল্যে বিতরণের জন্য' ছাপ মারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বইও বাজারে আসিতেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) এই রিপোর্টার বাংলাবাজারের একটি বইয়ের দোকানে বসিয়া থাকার সময় জনৈক পাইকারী বিক্রেতা সেই দোকানীর কাছে এইরকম ছাপমারা বই ক্রয় করিবে কিনা জানিতে আসিয়াছিল। উক্ত দোকানীও তাহাকে কয়েকশ' কপি বই আনিয়া দেওয়ার অর্ডার দেয়। তবে কেমন করিয়া এইসব বই সংগ্রহ করা হয় তাহা জানা যায় নাই। ঢাকার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়া জানা যায়, গতকাল পর্যন্ত এই সকল বিদ্যালয়ে কোন বই আসে নাই। বিনামূল্যে বই বিতরণ সম্পর্কে পত্রিকার খবর ছাড়া তাহারা আর কিছু জানে না। তাহাদের নিকট এই সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বা বইয়ের চাহিদা জানিতে চাহিয়া কোন যোগাযোগ এখনো করা হয় নাই। এদিকে উচ্চ বিদ্যালয় ও কে. জি স্কুলের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হইবে না। তাহারা কোথায় বই পাইবে তাহা এখনো অনিশ্চিত। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা বইয়ের দোকানে এসব ক্লাসের বই পাইতেছেন না। বিক্রেতারাও বলিতে পারিতেছেন না বোর্ড তাঁহাদেরকে এই সব ক্লাসের বই বিক্রয়ের জন্য দিবে কি না। ডাক বিভাগ তাহাদের কাছে জমিয়া থাকা গত বছরের বই শতকরা ১০ ভাগ ডিসকাউন্টে প্রদান করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে ১ম হইতে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বই গ্রহণের শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। বোর্ডের নিকট হইতে শতকরা সাড়ে ২২ ভাগ কমিশনে বই পাওয়া যায় বলিয়া বিক্রেতারা ১ম ও ২য় শ্রেণী ছাড়া অন্য ক্লাসের বই ডাক বিভাগের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আগ্রহী নয়।